দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা মঙ্গলবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, ৯ জুন ২০০৯

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সুবিধার উত্তরণ

ড. এম. আজিজুর রহমান

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্যে শুধুমাত্র সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকেই সনদ অর্জন করতে হবে, এ মর্মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা খাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও উন্নত জাতি গঠনে মানসম্পন্ন শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। তাই স্বভাবতই বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের প্রধান ভিত্তি হলো দক্ষ শিক্ষক ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ। গরীব দেশে উন্নত মানের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলেও মানসম্পন্ন শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা বরাবরই অব্যাহত আছে। শুধুমাত্র একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক তৈরি নাও হতে পারে। শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় ও মজবুত করার স্বার্থে শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষানীতি, মনোবিজ্ঞান ও স্ব-স্ব বিষয়ের জ্ঞান সংবলিত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। তাই প্রশিক্ষণবিহীন প্রায় ৩ লাখ শিক্ষকে বি.এড ট্রেনিং দেয়ার জন্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহকে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রতিবন্ধকতা নয় বরং প্রতিযোগিতাই মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। ব্যানবেইসের ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা (আলিম ও দাখিল) এবং ক্যাডেট কলেজসহ মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ২৮,৩২৫। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৩,৯৭,৬৩৫ জন। এদের মধ্যে ১,২২,০৪৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ২,৭৫,৫৯২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় আছেন। এ হিসাবের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, মাদরাসা ও ক্যাডেট কলেজসহ সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত আছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আলাদাভাবে বিচার করলে দেখা যায় এ স্তরে ২,৩৮,১৫৮ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১,২২,০৪৩ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ রয়েছে। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আলাদাভাবে ধরা হলেও এ স্তরে ১,১৬,১১৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন আছেন যাদের অনতিবিলম্বে বি.এড ডিগ্রী তথা প্রশিক্ষণ অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকদের সাথে বি.এড ডিগ্রী গ্রহণে আগ্রহী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ব্যানবেইসের ২০০৭ সালের তথ্যানুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০,৩৯৭। আগে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি উত্তীর্ণ প্রার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরির সুযোগ পেতেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় কর্মসংস্থানের তীব্র অপ্রতুলতার কারণে বি.এ ও এম.এ পাস গ্রাজুয়েটরাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই শিক্ষকদের বি.এড ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। তাই উপরে উল্লেখিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার সাথে এটিও একটি বিপুল চাহিদা ও নতুন সংকট। এ চাহিদা ও সংকট উত্তরণের জন্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য।

ব্যানবেইসের তথ্যানুসারে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বি.এড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা মাত্র ৯৯। এর মধ্যে ১৪টি সরকারি এবং ৮৫টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা কলেজ রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি বেসরকারি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১টি। এসব বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৮ জন করে শিক্ষক ধরলে প্রায় ৩০৪ জন শিক্ষক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিচ্যুত হয় তাহলে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯৩১ জনে নেমে এসেছে। সরকারি কলেজসমূহে ২৪৭ জন এবং বেসরকারি কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে ৯৮৮ থেকে কমে গিয়ে ৬৮৪ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন। ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ৬,৫১৮টি প্রশিক্ষণার্থীর আসন এবং বেসরকারি কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১১,৬৩৮ কমে ৬৩১৮তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর আসন সংখ্যা ১৮,১৫৬ থেকে কমে ১২,৮৩৬এ নেমে এসেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে শুধু মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ১,১৬,১১৫ জন এবং মাধ্যমিক স্কুলসহ কলেজ, মাদরাসা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,৭৫,৫৯২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন রয়েছেন। এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন ও চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য অবশ্যই বি.এড ডিগ্রি তথা প্রশিক্ষণ অর্জন করতে হবে। মাত্র ৬,৫১৮ ছাত্রের আসন সংবলিত ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্যে শুধু সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকেই সনদ অর্জন করতে হবে, এ মর্মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত অতিসত্বর বাতিল করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে (৯৯-৬৮) = ৩১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোতে গড়পড়তা আসন সংখ্যা ১৫০টি। গড়পড়তা প্রতি কলেজের আসন সংখ্যা ১৫০টি ধরলে প্রতি বৎসর ৯,১৫০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে পারে। অর্থাৎ কলেজ সংখ্যা না বাড়লে একই সাথে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৯২ জন শিক্ষককে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করতে হলে প্রায় ১,৮৩৭টি কলেজের প্রয়োজন হয়। আর বর্তমানে ৬১টি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে ২,৭৫,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রায় ৩০ বৎসরের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর ৭ম বৃহত্তর এ বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ খাতের এ চিত্র বড় করুণ। এ থেকে অবশ্যই পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্যে এটি একটি দুরূহ ব্যাপার। তাই বর্তমান বাস্তবতায় শুধু সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে শিক্ষকদের সনদপ্রাপ্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে ২,৭৫,৫৯২ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে যা প্রয়োজন তা হলো সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/ইনস্টিটিউটগুলোকে সরকারি কলেজগুলো এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং-এর সুবিধার সাথে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান।

সংক্ষেপে এমপিওভুক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করতে হলে সরকারি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট চলবে না। সরকারি তত্ত্বাবধানে এ নিষেধাজ্ঞাটি সত্বর তুলে নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক কালের সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। শিক্ষা গ্রহণ বা অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে কোন নাগরিকের ওপর বলপ্রয়োগ করা যায় না। তাছাড়া সরকারের এ আদেশ স্ববিরোধী বটে। কারণ এক দিকে সরকার বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করছে আবার একই সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মাত্র ১৪টি। অন্যদিকে বেসরকারি মহাবিদ্যালয় ৪৭টি। তাছাড়া মাত্র গুটি কয়েক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স ট্রেনিংয়ের অবারিত সুবিধা আছে। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিংয়ের মান অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের চেয়ে ভাল। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ অধিক উন্নত। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষকগণ তাদের সুবিধাজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অধিক আগ্রহী হবে। এতে তাদের অর্থ খরচও কম হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর অভ্যন্তরীণভাবে দেয়া হয় এবং শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর দিয়ে থাকেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত বহিরাগত পরীক্ষক। প্রায়ই এটা শোনা যায় যে, বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীরা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেও প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার মান বাড়াতে হবে যাতে তারা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পর্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় আসতে পারে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা গেলে অবশ্যই সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্র পাবে, এর জন্যে বৈষম্যমূলক কোন নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের জন্যে বি.এড প্রশিক্ষণ একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োগধর্মী করা যায়। প্রশিক্ষণের আওতায় এসে শিক্ষকগণ বিভিন্ন মানোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতার গুণাবলি পরিস্ফুটিত হয়। তাই সব ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্যে কোন বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নয় বরং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। কারণ জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যাদের ভূমিকা অনন্য, সেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে এক রকম সিদ্ধান্ত শিক্ষা ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের পরিপন্থী। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুধু সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা মানবিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জাতির শিক্ষা খাতের বৃহৎ স্বার্থের অনুকূল হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।